দৈনিক সংবাদ

০2 DEC 1985
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... .. ..3.. কলাম..6.. ...

জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল বিভাগের দায়িত্বহীনতার কিছু তথ্য

।। রেজোয়ানুল হক রাজা ।।

জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতার কিছুটা আভাস পাওয়া গেছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এখন কি করা উচিত সে সম্পর্কেও রিপোর্টে কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছে। তবে রিপোর্টে ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে হল প্রশাসনের দায়দায়িত্ব কিছুটা কমিয়ে দেখানোয় তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

দুর্ঘটনাকবলিত এসেম্বলী হল সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে, সম্ভবত: ১৯২৫ সালে নির্মিত হবার পর থেকে দুর্ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত হোয়াইট ওয়াশ এবং প্লাষ্টারিং করা ছাড়া ভবনটির উল্লেখযোগ্য কোন মেরামত কাজ হয়নি। এ সংক্রান্ত কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দীর্ঘসূত্রিতার কথা উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়, অন্তত: গত এক দশক ধরে বিভিন্ন সময়ে হল প্রশাসন হলের বিভিন্ন ভবন সংস্কারের জন্য লেখালেখি করে আসছেন। এসেম্বলী ভবনের ছাদটি মেরামতের জন্য ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৮০ এবং শেষবার ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে লেখা হয়। শেষবারের অনুরোধের ১৫ মাস পর ওই কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারের অনুপস্থিতির ফলে কার্যাদেশটি বাতিল হলে দ্বিতীয়বার দরপত্র আহ্বান করে এ বছরের মে মাসে নাসির উদ্দিন আহমেদ নামক জনৈক ঠিকাদারকে ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকায় কাজটি দেয়া হয়। হল প্রশাসনের শেষ অনুরোধের পর মেরামত কাজটি শুরু করার মধ্যবর্তী দু' বছরেরও বেশী সময় ব্যয়কে রিপোর্টে ক্ষমার অযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়, প্রকৌশল বিভাগের বিরুদ্ধে এরকম দেরীতে কাজ শুরুর আরো বিষয় তদন্ত কমিটি জানতে পেরেছে। টেণ্ডার সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে ওই মেরামত কাজের জন্য দু'বারই ৩টি করে টেণ্ডার পাওয়া যায় এবং গত এক বছরে ২৫ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকার যেসকল কাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঠিকাদার দিয়ে করিয়েছেন সেগুলোর কোনটিতেই ৩ টির বেশী টেণ্ডার পাওয়া যায়নি। ৩টি করে টেণ্ডার জমা পড়ার এই রহস্য সম্পর্কে প্রকৌশল বিভাগ কর্মকর্তাদের পরিষ্কার ধারণা আছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

দুর্ঘটনার দায়দায়িত্ব প্রসঙ্গে

মহল এব্যাপারে প্রকৌশল বিভাগের সততার প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন উঠেছে ওই দুর্ঘটনার দায়দায়িত্বের ব্যাপারে হল প্রশাসনকে বেশী কিছু না বলাতেও। এ প্রসঙ্গে রিপোর্টে শুধু বলা হয়েছে, কাজ শুরুর পরও ব্যাপারটি কোন হাউস টিউটরের নজরে এলো না। এটা একটু অস্বাভাবিক এবং রিপোর্টের উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে হল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা সম্পর্কে।

উপসংহারে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম অর্থসংকটের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই কারণে সময়োপযোগী মেরামত কাজ করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে গত কয়েকবছরে সরকার অথবা মঞ্জুরি কমিশন থেকে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যে অর্থ পেয়েছে তা থেকে সুস্পষ্ট যে, প্রয়োজনের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় খুবই কম মঞ্জুরি পাচ্ছে।

দুর্ঘটনার জন্য প্রকৌশল বিভাগকেও দায়ী করে বিভাগের ঠিকাদার তালিকাভুক্তিকরণ, টেণ্ডার পদ্ধতি, চুক্তি স্বাক্ষর, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ইত্যাদি কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে তদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে রিপোর্টে বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে, এছাড়া রিপোর্টে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ওই দুর্ঘটনায় কেউ যদি পঙ্গু হয়ে যায় তাহলে তার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এই উভয় বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো কোন ঘোষণা দেননি।